এখনই পদক্ষেপ নিন

অনুগ্রহপূর্বক ইন্দোনেশিয়ার বিচার ও মানবাধিকার বিষয়ক মন্ত্রী বরাবর লিখুন:

- ইন্দোনেশিয়াতে আটক ফিলেপ কারমা এবং অন্য সকল বিবেক বন্দীকে অবিলম্বে ও নিঃশর্তভাবে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানান।
- ফিলেপ কারমা কারাবন্দী থাকা অবস্থায় প্রয়োজনে যেন চিকিৎসা পান, নিজের পছন্দমতো আইনজীবী বেছে নিতে পারেন এবং তার সঙ্গে যেন পরিবারের সদস্যরা দেখা করতে পারে তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

আবেদনপত্রটি পাঠান:

Amir Syamsuddin
Minister of Justice and Human Rights
Jl. H.R. Rasuna Said Kav No. 4-5
Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Indonesia

ফ্যাক্স: +62 21 525 3095
সম্বোধন: প্রিয় মন্ত্রী / Dear Minister

সংহতি জানিয়ে বার্তা লিখুন:

সংহতি জানিয়ে ফিলেপ কারমাকে নিচের ঠিকানায় চিঠি ও কার্ড পাঠাতে পারেন:

Filep Karma
Melalui Cyntia Warwe
Kontras Papua
Jl. Raya Sentani No. 67 B.
Depan Ojek Padang Bulan
Jayapura, Papua
Indonesia

অনুগ্রহপূর্বক আপনার চিঠিতে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের কথা উল্লেখ করবেন না। আপনি বার্তার শুরুতে লিখতে পারেন "Salam hangat dari…" এর অর্থ হলো, "--- হতে শুভেচ্ছা"। "Greetings from…".

AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X ODW
United Kingdom

সেপ্টেম্বর ২০১১
সূচি নাম্বার: ASA 21/024/2011
Bengali

www.amnesty.org /individuals-at-risk

ফিলেপ কারমা- এর জন্য এখনই পদক্ষেপ নিন

ফিলেপ কারমা বর্তমানে ১৫ বছরের কারাভোগ করছেন। পাপুয়ানের স্বাধীনতার পতাকা উড়ানো হয়েছিল এমন এক বার্ষিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ায় তার এই সাজা হয়েছে। পাপুয়া প্রদেশের আবেপুরায় ১ ডিসেম্বর ২০০৪ সালে শান্তিপূর্ণভাবে পালিত বার্ষিকীতে আগত ২০০ জনের মধ্যে তিনিও ছিলেন। সেখানে পাপুয়ানের স্বাধীনতার প্রতীক নিষিদ্ধ ঘোষিত 'মর্নিং স্টার' (সকালের তারা) পতাকা উত্তোলন করা হলে পুলিশ প্রথমে ফাঁকা গুলি ছুড়ে লোকজনকে সতর্ক করে এবং পরবর্তীতে লাঠি দিয়ে লোকজনকে পেটায়।

ফিলেপ কারমাকে অনুষ্ঠানস্থল থেকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ রয়েছে থানায় নিয়ে যাওয়ার পথে পুলিশ তাকে পেটায়। এরপর তার বিরুদ্ধে "বিদ্রোহের" অভিযোগ গঠন করা হয়। ২০০৫ সালের ২৬ মে তাকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্ট সাজার এই রায় বহাল রাখে।

জুলাই ২০১০ ফিলেপ কারমার শাস্তির মেয়াদ কমানো হয়। কিন্তু তিনি শাস্তি কমানোর এই আদেশ প্রত্যাখান করে বলেন যে, শুধুমাত্র স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার চর্চার জন্য তাকে কোনভাবেই বন্দী করা যায় না, এবং তাই যদি হবে সেক্ষেত্রে ক্ষমাকে মেনে নেওয়া হবে এই নীতির সঙ্গে আপোস করা।

ইন্দোনেশিয়ার কোন প্রদেশের রাজনৈতিক মর্যাদা ও স্বাধীনতার আহ্বান বিষয়ে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের কোন বক্তব্য বা অবস্থান নেই। তবে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বিশ্বাস করে যে গণভোট, স্বাধীনতা কিংবা অন্য কোন রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে মত প্রকাশ করা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশেরই অন্তর্গত যা বৈষম্য, বৈরিতা কিংবা সহিংসতার উস্কানির সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে না।

আটক থাকা অবস্থায় ফিলেপ কারমা অসুস্থতায় ভুগছেন। ইন্দোনেশিয়ার আটক কেন্দ্র ও কারাগারগুলোর অবস্থা নিম্নমানের, এবং সেগুলো প্রায়ক্ষেত্রে জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত কারাবন্দীদের সঙ্গে আচরণের ন্যূনতম আদর্শমানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইন্দোনেশিয়ার খানা হাজত, আটককেন্দ্রগুলো এবং কারাগারগুলোতে বন্দীদের অতিরিক্ত ভিড়, নিম্নমানের পয়ঃনিষ্কাশন, খাদ্যের অভাব এবং অপর্যাপ্ত চিকিৎসার কারণে সুনির্দিষ্ট ধরনের স্বাস্থ্যসমস্যাগুলোর ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ২০১০ সালের জুলাইতে ফিলেপ কারমাকে চিকিৎসার জন্য জাকার্তাতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আটক থাকা অবস্থায় ফিলেপ কারমা তার এবং অন্যান্য কারাবন্দীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের আইনগত বৈধতা নিয়ে বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ করেছেন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তাকে বিবেক বন্দী গণ্য করে। শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক কর্মকান্ড করার কারণে বর্তমানে অন্ততপক্ষে ৭০ জন ব্যক্তি ইন্দোনেশিয়ার কারাগারগুলোতে আটক রয়েছেন।

৩-১৭ ডিসেম্বর ২০১১

অধিকারের জন্য লিখুন

অসাধারণ কিছু করুন